এ কে এম সাইফুল্লা
টিম্বাকটু – একটি ধর্মযুদ্ধ ও সিনেমা

ফুটবল খেলায় ফতোয়া জারি, হারাম ফুটবল। একটি গলি দিয়ে ফুটবল ড্রপ খেয়ে খেয়ে এগিয়ে আসছে, একাই। ঊষর মরুভূমিতে একদল যুবক ইয়োরোপের নামী-দামী দলগুলির জার্সি গায়ে ফুটবলের সজ্জায় ফুটবল খেলছে। সব আছে শুধু বল নেই। একটি অদৃশ্য গোলক কল্পনা করে ফুটবল খেলছে ওরা। সঠিক পাস, রিসিভ, ট্যাকেলল সবই চলছে, অথচ বলটাই নেই। অদৃশ্য বল বসিয়ে পেনাল্টি মারতে যাচ্ছে একজন। সবাই প্রস্তুত – সামনে দিয়ে একটা গাধা হেলতে দুলতে এগিয়ে যায়। এর মাঝে ধর্মের পাহারাদারদের বাইক বাহিনী টহল মেরে গেল। না, বল নেই তা আবার ফুটবল। এই সময়কার চলচ্চিত্র এই দৃশ্য উপহার দিয়েছেন, আব্দুর রহমান সিসাকো। ম্যাজিক্যাল, অবিশ্বাস্য সিনেমাটিক প্রকাশ।

ইসলামিক স্টেট অফ ইরাক অ্যান্ড সিরিয়ার হাতে মধ্য প্রাচ্য থেকে গোটা ইসলামিক বিশ্বের অলিখিত সাম্রাজ্য। ধর্ম হিসেবে ইসলামের রক্ষণ থেকে আক্রমণ সব যেন তাদের দায়িত্বে। এই স্বঘোষিত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে কী করতে তারা, তারই আখ্যান লেখা রয়েছে এই ছবিতে, সাম্প্রতিক অতীতে সবচেয়ে সাহসী বলতেই হবে, অনেক চলচ্চিত্র পন্ডিত বলছেন বছরের সেরা ছবিও এটিই। সিসাকো-র বেড়ে ওঠা মালির মুরিতিয়ানায়। এরপর চলে যান ফ্রান্স। ম্যাজিক রিয়েলিটির প্রভাব রয়েছে পরিচালকের কাজে। বামকান্ড ২০০৬, ওয়েটিং ফর হ্যাপিনেস ২০০২ বা লাইন অন আর্থ -১৯৯৮ তে চলচ্চিত্রের এই প্রভাবগুলি ছিল। জীবনের কাছ থেকে জীবনকে দেখার ব্যাপারটি ছিল। কিন্তু এক্ষেত্রে সামাজিক ঐতিহাসিক প্রাসঙ্গিকতা সবকিছুকে ছাপিয়ে গেল। সাম্প্রতিক দ্য গার্ডিয়ানে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে সিসাকো বলেছেন, পশ্চিমীরা আফ্রিকা নিয়ে একেবারেই আগ্রহী নয়, ফুলস্টপ সেক্ষেত্রে, আফ্রিকার এই নয়া সমস্যা নিয়ে এক আফ্রিকানকেই ক্যামেরার পিছনে দাঁড়াতেই হত।

টিম্বাকটু কথার আর্থ হল বহুদূর। পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালির একটি প্রদেশের নাম টিম্বাকটু, ইউনেস্কোর হেরিটেজ সাইটের তালিকাভুক্ত রয়েছে। ইয়োরোপ এবং আরব দুনিয়ার প্রভাব দীর্ঘদীনের। বিশেষ করে প্রাচীন পেগান ধর্মের প্রভাব বা সাংস্কৃতিক যোগ এখনও রয়েছে। আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলের আদিম জনজাতির নানান ধর্মচারণ যেমন, সেখানে কোথায় ইসলাম বা খ্রিস্ট ধর্ম। দেবদেবী মূর্তি পূজার চলই ছিল সেখানে। ছবির শুরুতে কাঠ ও মাটি নির্মিত মূর্তিগগুলি বালিতে দাঁড় করানো। একটার পর একটা গুলি ছুটে আসছে আর ক্ষত বিক্ষত হচ্ছে মূর্তিগুলি, মূর্তির স্তন ভেঙে যাচ্ছে, গুলিতে বিক্ষত হয়ে সিংহ মূর্তির মুখ দিয়ে ধোঁয়া

বেরোচ্ছে। এই দৃশ্য নির্মাণে আব্দুর রহমান সিসাকো বুঝিয়ে দিলেন-ভুলে যাও তোমাদের আদিমতা, প্রকৃতি থেকে জন্ম নেওয়া বিশ্বাস বা ধর্ম, অথবা একেবারে প্রথম দৃশ্যে, একটি হরিণ ছুটছে মরুভূমির উপর দিয়ে, পিছনে আইএস বাহিনীর একটি গাড়ি ধাওয়া করছে তাকে। চলছে গুলির বর্ষা। প্রথমত ওদের হাতে গুলির আভাব নেই এটা বোঝানো গেল আর বোঝানো গেল হাজার বছর ধরে পড়ে পাওয়া বিচরণ ভূমিতে এবার অন্য আইন চলছে চলবে। বন্য শাসন আসছে।

ইসলামি মৌলবাদীদের হাতে এই শহর চলে যায় ২০১২ সালে। একটি নাম করা ঐতিহাসিক লাইব্রেরি পুড়িয়ে দেয় তারা। লিবিয়ার রাষ্ট্রনায়ক গদ্দাফির পরাজিত সেনাবাহিনীর একটা বড়ো অংশ আছে এই দলে। সাম্প্রতিক সময়ের কাহিনি বা প্রেক্ষাপট, অথচ ছবির সিনেমাটোগ্রাফ যেন অন্তবিহীন সময়ের। এই অঞ্চলের মানুষ কালো চামড়ারই, লিবিয়া থেকে এসেছে কিছুটা সাদা চামড়ার মানুষ যারা একাধিক ভাষার মাধ্যমে ঘোষণা করে জানিয়ে দিচ্ছে মিউজিক, সিগগারেট, ফুটবল, খালি পা অথবা মহিলাদের হাতে গ্লাভস না পরে বাজারে যাওয়া এখানে হারাম। দেখা যাক সিগগারেট খাওয়া নিষিদ্ধ হলেও এআইএস জেহাদি আব্দেল করিম লুকিয়ে সিগারেট খাচ্ছে। ফুটবল নিষিদ্ধ হলেও, মেসি বড়ো নাকি জিনেদিন জিদান তা নিয়ে তর্ক চলছে জেহাদিদের মধ্যে। ৯৮ ফুটবল বিশ্বকাপ নিয়ে আলোচনা চলছে। ফ্রেঞ্চরা সব ক্ষেত্রেই পরাজিত জাতি। ব্রাজিল গরিব দেশ, তাই টাকা দিয়ে বিশ্বকাপ পেয়েছে তারা। কীভাবে সম্ভব ফুটবল নামের বিশ্বজোড়া এই বাণিজ্যিক প্রলোভনকে অস্বীকার করে। জেহাদিরা অস্ত্র সজ্জিত রয়েছে তাদের ধর্ম বাঁচাচ্ছে, অথচ তারা বিদেশী গাড়ি মোবাইল ফোনে সদাই ব্যস্ত।

দীর্ঘদিন ধরে ইরান, ইরাক, সিরিয়া-সহ আরবের নানা দেশে, ইয়োরোপ অর্থনৈতিক দৈত্য বা আমেরিকার অর্থনৈতিক অবরোধের কারণে সরকারি মদত অথবা স্বাভাবিক নিয়মে দেশপ্রেম, অতি দেশপ্রেম বা সন্ত্রাসবাদের জন্ম হচ্ছিলই। জাতীয়তাবাদের সময় মানুষ একটা ইমেজকে আঁকড়ে ধরে, ধর্ম রক্ষার নামে রক্ত-মৃত্যু, গুলি-বারুদের নৈতিক অধিকার চায়। কখনো মার্ক্স, কখনো মাধ্যে, হিটলার মুসোলিনি, গান্ধি বা এক্ষেত্রে ইসলাম বা হজরত মহম্মদ (সঃ)। ইসলামকে আঁকড়ে ধরে রাষ্ট্রর প্রতিরক্ষার সব দায়িত্ব ঘাড়ে তুলে নেওয়াকেই কি জেহাদ বলে। স্বদেশি আন্দোলনের সময় ঋষি অরবিন্দর হাত ধরে এদেশে যে বিপ্লববাদের জন্ম হয়েছিল সেই অনুশীলন সমিতির সদস্যরা মা কালীর ভক্ত ছিল, তাররাও শক্তি সঞ্চয় করতে অদৃষ্ট-ইজম (ধর্মের) মুখাপেক্ষী ছিলই। ধর্ম নয়, সেখানে দেশের মাটিকে বাঁচানোই মূল উদ্দেশ্য ছিল। আজ আরব ভূখন্ডে দেশের মাটির চেয়ে ধর্মই মূল কারণ হয়ে উঠল। কমিউনিস্টরা যেমন বহুজাতিকের গায়ে পুঁজিবাদের গন্ধ পায়, এই নব্য ইসলাম রক্ষকরা সেই একই গন্ধ পায়, তার সঙ্গে অতিরিক্ত পায় খ্রিস্টীয় ও ইহুদী

মানুষের দেশের গন্ধ, রাজনীতি, সংস্কৃতি গন্ধ। আগ্রাসনের ভয়ে প্রতিরোধ। তা থেকেই কি জন্ম ইসলামি সন্ত্রাসবাদের। এই ছবির একটি দৃশ্যে জেহাদিরা মসজিদের ভিতরে, ইমামের (নামাজ পাড়ায় পৌরোহিত্য করেন যিনি) সঙ্গে কথোপকথনে তারা। মসজিদে জুতো পড়ে রাইফেল নিয়ে ঢুকেছে জেহাদিরা। ইমাম রাইফেল আনতে বারণ করেন। জেহাদিরা যুক্তি দেয়, জেহাদকে আল্লাহ পছন্দদ করেন তাই মসজিদে রাইফেল আনার ক্ষেত্রে বারণ থাকতে পারে না। ইমামের মুখটি রাখী নয় বরং অনেক কমনীয়, হাদিশ (মহম্মদ (সঃ) মুখ নিঃসৃত বাণী), কোরাণের আয়াত থেকে ইসলামে শান্তির ব্যাখ্যা দিচ্ছেন তিনি, জেহাদিরা পালটা যুক্তিতে বলছে, ইসলামের জেহাদ বা অস্ত্র ধারণ কোথাও যেন শেষ অস্ত্র, ধর্ম রক্ষার্থে। শান্তির জন্য যুদ্ধ, ধর্মযুদ্ধ। নিজে কোন ধর্মে বিশ্বাসী এটা প্রশ্ন নয়, সিসাকো নিজে মুসলিম, দ্যা গার্ডিয়ানে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে বলেছেন, দেয়ার ভায়োলেন্স, মেকস ইসলাম ইনটু সামথিং ইমাজিনারি। ঠিক বিশ্বাস থেকে ছিবিটি করেছেন তিনি।

ছবিটির কেন্দ্রে আছে একটি পরিবার, শহর থেকে বেশ দূরে, তাঁবু টাঙিয়ে সুন্দরী স্ত্রী সাতিকা, কন্যা তয়া পোষা ছেলে ঈশানকে নিয়ে দিব্যি চলছিল কিদানের দিন। এই পিরবারটিকে দেখানো হয়েছে, একটি নির্ঝঞ্ঝাট পরিবারেও কীভাবে গ্রাস করছে ইসলামী ধর্মরক্ষকরা, তা বোঝাতে। গান-বাজনা নিয়ে বেশ কাটে কিদানের দিন। বিপদ বলে আসে না। ওদের আটটি পোষা গোরু ছিল, তার মধ্যে একটির নাম ছিল জিপিএস, সেই গোরুটি গাভীন ছিল। সমস্যা হল, ঈশান একদিন গোরু চরাতে গিয়ে নদীতে নেমে পড়ে জিপিএস, জালে জড়িয়ে যায় সে। নদীতে মাছ ধরার জন্য জাল বিছিয়ে ছিল জেলে আমাদউ। সে ঈশানকে বারণ করেছিল গোরু যেন জলে না নামে। জিপিএস জালে জড়ালে বর্শা ছুড়ে জিপিএসকে হত্য করে আমাদউ। একটা গোরুর কাতরাতে কাতরাতে মারা যাওয়ার পুরোটা দেখানো হয় ছবিতে। জিপিএস মারা যাওয়ার পর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া স্বরূপ বাড়ি থেকে পিস্তল নিয়ে ছুটে বেরিয়ে নদীর পাড়ে আসে কিদান। কিদান আমাদউকে প্রশ্ন করে, নদীর জল কি তোর ঠাকুরদার। কিদানের সঙ্গে আমাদউ-এর ধ্বাস্তাবস্তি হয়, একপাড়া থেকে আর এক পাড়ে পালাচ্ছে, কিদানে। দীর্ঘ শট। অসম্ভব ভালো ফ্রেম, নির্ভেজাল প্রকৃতি। সত্যি তো নদীর জল কারও বাবার নয়, ঠাকুরদারও নয়। এই স্বাভাবিক গতির মাঝে কেউ জাল দিয়েছে। নিজের মতো করে, নিজের অধধিকারের কথা ভাবছে মানুষ। ওই পরিসরে, জলপানের মতো স্বভাবিক কারণেও আসতে হলে তোমাকে। তোমার রেহাই নেই।

এক্সট্রিম লং শটে প্রকৃতির কাছে মৃত্যু দুটো কিন্তু তুচ্ছ-ই? সফিয়া এল ফানি (ব্লু ইস দ্য ওয়ার্মেস্ট কালার-এর ক্যামেরাম্যান)-র ক্যামেরা অসাদারণ। উপযুক্ত আলো আর ফ্রেমের কারণে, ছবিটি অনেকাংশে, সুররিয়াল হয়ে উঠেছে। হ্যাঁ

সুররিয়াল। ছবির কাহিনি নয়, চিত্রনাট্যগত স্বপ্ন পিরবেশ নয়। শুধু দৃশ্যসুখের শট নির্বাচনে স্বপ্ন তৈরি হতে পারে। ছবির ঘটনা ও দার্শনিক মিলের কারণে তৈরি হয়েছে, সিনেমার ল্যাঙ্গুয়েজ। পিরচালক আব্দুর রহমান সিসাকো চলচ্চিত্রের সেই অসম্ভব কাজটি করেছেন, যা দেখা গেছে পিরিচালক তারকোভস্কির ছবিগুলিতে। তারকোভস্কির ছবিগুলিতে প্রকৃতি দৃশ্যে যধি ধরা পড়ে তারকোভস্কি গ্রিন, তববে সিসকাও-এর ছবিতেও রয়েছে মরুভূমির নিজস্ব রং। যে রং ধরতে গেলে, এক্সট্রিম লং ও দীর্ঘ শটের গায়ে ফোকাস ইন করতে হয়। ফ্রেমে সময় ব্যয় করাটা দেখার মতো, বিষয় নিরুপণের সঙ্গে জন্য যতটুকু সময় দরকার ঠিক ততটুকু। তবে এ তারকোভস্কি কিছুটা ঊষর। সৌন্দর্য আছে তবে চমকও আছে। চমকের মধ্যে আবার ধাক্কাও নেই। শটের ইতিবৃত্তে চরিত্র নির্ধারণের সঙ্গে কার্যকারিতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

বিবাহিত নয় প্রেমিক যুগলের বিয়ের আগে সম্পর্ক রয়েছে, এই অপরাধে প্রকাশ্য দিবালোকে গলা পর্যন্ত মাটিতে পুঁতে পাথর ছুড়ে মারা হচ্ছে দুজনকে, মধ্যযুগীয় বর্বরতার উল্লেখিত শাস্তি ফিরে এসেছে টিম্বাকটুতে। চলচ্চিত্রের ফ্রেমে এ এক অদ্ভুত সৃষ্টি, গ্রাউন্ড লেভেলে ক্যামেরার অ্যাঙ্গেল, ফিক্সড ফ্রেম, দীর্ঘ শট, তিনদিক থেকে পাথর উড়ে আসছে। দুই প্রেমিক প্রেমিকার পায়ের পাতা থেকে গলা পর্যন্ত অসহায়তা। ফিক্সড ফ্রেম, দীর্ঘ শট দিয়ে এই প্রকার শাস্তির কষ্টটা বুঝিয়ে দিলেন পরিচালক সিসাকো।

কিদানের বিচার হয় মৌলবাদের নিজস্ব আদলতে। জেহাদি আব্দেল করিমের নজরে ছিল কিদানের সুন্দরী স্ত্রী সাতিমা। সাতিমা একদিন তাঁবুতে, আব্দেল করিম সেখানে যায়। সাতিমা প্রশ্ন করে, যখন কিদান থাকে না তখন সে আসে কেন? আব্দল করিম নিরুত্তর। সাতিমা তখন চুল ধুচ্ছিল। আব্দদেল করিম সাতিমাকে গ্লাভস পরার আইনের কথা বলে। সাতিমা বলে এতই যখন সমস্যা, তোমাদের ওদিকে না তাকালেই তো হল। ধর্মের আইনটা যে পুরুষতান্ত্রিক রক্ষণশীলতা, তা সাতিমার এই কথায় বুঝিয়ে দিয়েছেন পিরচালক। যেমন একদিন বাজারে কিছু জেহাদি, এক মাছ বিক্রেতা মহিলাকে বলছে হাতে গ্লাভস পরতে। মহিলাটি বলছে, গ্লাভস পরলে মাছ বেচব কি করে, সম্ভব? মহিলার উত্তরের প্রত্যুত্তর দিতে পারেনি জেহাদিরা। প্রয়োজনের কাছে আইন তো তুচ্ছ-ই। কিন্তু এই আইনে কিদানের মত্যুদন্ডের আদেশ হয়। কিদানে শেষদিন পর্যন্ত আল্লাহর প্রতি স্বাভাবিক বিশ্বাস রেখেছিল। আর পাঁচটা মুসলিম যেমন রাখে ঠিক তেমনি। কিদানে আর তার স্ত্রী সাতিমাকে দেখা যায় ওয়াক্তের নামাজ আদায় করছে। জেহাদিদের অত্যাচার সত্বেও স্বাভাবিক ইসলামী ধর্মচারণ অব্যাহত রয়েছেই। জেহাদদি দর্শনের সঙ্গে মানুষের ধর্মেই কোনো সম্পর্কই নই যে। কিদানে শেষদিন পর্যন্ত স্ত্রী আর মেয়েরর মুখ দেখতে চেয়েছিল। ইব্রাহিম আহমেদ দিট পিনটো, দারুন অভিনয় করেন কিদানের রোলে, তৌলৌ কিকি দুরন্ত সাতিমার ভুমিকায়। ডিটেল অভিনয় এই ছবির এক গুরুত্বপূর্ণ

দিক। অতিনীটকীয়তার ব্যাপারই নেই। আব্দেল জাফরি স্বনামধন্য অভিনেতা, দোভাষী নিয়ে কথা বলছে বিদেশি পণ্যবর্জনের কথা বলছে, অথচ নিজে সব কিছু করে যাচ্ছে। ঘরে বাইরে-র সন্দীপের মতোই হিপোক্রেসি। আব্দেল করিমের ভূমিকায় তুলনাই নেই। ছবি হিসেবে টিম্বাকটু আফ্রিকা মহাদেশের পক্ষে থেকে সমীহ আদায় করল সন্দেহ নেই।

গান নিষিদ্ধ। রাত্রে পাহারা চলছে, কোথাও কোনো ঘরে আদৌ গান গাওয়া চলছে কি না। একজন প্রহরী ধর্মীর নেতাদের ফোন করে বলে একটি ঘরে গান চলছে, মহানবীর নামে গুণকীর্তন করে গান গাইছে অনেকে। জেহাদি নেতা বলে যে ওদের ধরতে হবে না। একটি বাড়িতে হামলা চালিয়ে ধরা পড়ে একজন মহিলা। অপরাধ- সে গান গাইছিল, দ্বিতীয় অপরাধ পুরুষদের সঙ্গে গাইছিল। প্রকাশ্যে তাকে চল্লিশ ঘা চাবুক মারার নির্দেশ জারি হয়। মহিলাটিকে চাবুক মারছে বীরপুঙ্গবরা। প্রথমে সে কাঁদছে প্রতি চাবুকের ঘারে, তারপর সে গান গাইছে, বেদনার গান। নিজস্ব ভাষায় গান। যে গানে তার শাস্তি, সেই গানেই মুক্তি। আর তা অবশ্যই প্রকাশ্যে।

এই ছবিতে আর একটি দৃশ্য আছে, এক পপ গায়ক আবার ইসলাম রীতিনীতির পথে ফিরে এসেছে। তার গোপন টেপের রেকর্ডিং চলছে। ছোটো হ্যান্ডিক্যামের সামনে সে বলছে ইসলামের পথে ফিরে তা কি কি ফায়দা হচ্ছে। সে কেন ফিরে এল এই পথে। তার বলার মধ্যে আবেগ নেই অথবা আবেগ তার ভিতর থেকে আসছে না। যে শ্যুট করছিল, সে ক্যামেরার সামনে গিয়ে দেখিয়ে দেয় আবেগটা কীভাবে নিয়ে আসতে হবে। আসলে এই বিষয়ের সব আবেগটাই এমনি, শ্যুট, রি-শ্যুট করা।

গোটা ছবিতে আক্ষরিক অর্থে রং নেই। রং ছিল শুধু ওই পাগলিনীর পোশাকে, শহর জুড়ে এক টুকরো রঙের ডিব্বা নিয়ে ঘুরছে, আসলে বুঝিয়ে দিচ্ছে, রং আর বিবর্ণের এই কনস্ট্রাস্টটা জরুরি এই ফিল্মের চরিত্রে। সিসকাও এই কারণেই ক্লাস। লাগলিনীর ঘর দেখানো হয়েছে ছবিতে, অসংখ্য রঙিন কাগজ আর আয়না, একটা খাট, ফ্রিজ, যাতে আরব মরুর টুকরো ছবি সাটা, চার দেওয়াল আর খোলা আকাশ। এক জেহাদি যখন নাচছে তার ঘরে, মিউজিক ছাড়া, পাগলিনীর স্বস্তিতে বিশ্রামের নিঃশ্বাস ফেলাটা অসোধারণ দৃশ্য। টিম্বাকটুর নিজস্ব জীবনের বাইরেও জীবন আছে, যে জীবনটা এই পাগলিনীর। কিছুটা বিবেকের ভূমিকায় অবতারণ। আসল টিম্বাকটু এই পাগলিনীর ঘরের মতোই, সাজানো অথচ কিচ্ছুটি নেই, প্রাণ আছে রং আছে।

কিদানের সেদিন মৃত্যুদন্ডের বলবত হবে, অথচ তার স্ত্রী কন্যাকে খবর দেওয়া হয়নি। এক সহৃদয় ব্যক্তি তার স্ত্রী সাতিমাকে বাইকে করে নিয়ে আসে সেখানে। সাতিমাকে দেখে কিদানে ছুটে যায়। জেহাদিদের গুলিতে মৃত্যু হয় দুজনের। না ওদের

মৃত্যু নিয়ে ভ্যান্তারা করেননি পরিচালক, কোনো সিনেমাটিক নাটকের জন্ম দেননি সিসাকো। মুহূর্তেই মৃত্যু। গার্ডিয়ানে সিসাকো বলেছেন, এটাই আমার একমাত্র ছবি যা দেখে আমি কাঁদি, যতবার দেখি ততবার আমি কাঁদি।

কাজটি অসম্ভব ছিল, মালির মুরিতিয়ানার মানুষ হয়ে এই ছবি করার সাহস দেখিয়েছেন তিনি। বেনারসের ঘাটে ওয়াটার ছবির শ্যুট করেত পারেননি দীপা মেহাতা। শ্রীলঙ্কায় গিয়ে শুটিং করতে হয়, রিভারমুন নামে। পিকে ছবিটি সাম্প্রতিক সাফল্য পেলেও সমালোচনার ঝক্কি তাকেও সামলাতে হয়েছে। টিম্বাকটু ছবিটি নিয়েও আই এসের পক্ষ থেকে নিশানার তালিকায় রয়েছে।

যিশুর জীবন নিয়ে ছবি, লাস্ট টেম্বটেশন অফ ক্রাইস্ট, দ্য সাবমিশন অফ ক্রাইস্ট নানা দেশে ব্যান করে দেওয়া হয়। অথবা ক্রিস্টানধর্ম নিয়ে শেষ দৃশ্যে একটি স্যাটায়ার করার জন্য লাইফ অফ ব্রেন ছবিটি নরওয়ে, ইংল্যান্ড বা আমেরিকার নানা প্রদেশে ব্যান করা হয়। তৎসত্ত্বেও পরিচালকরা নিজেদের মত প্রকাশ করে যাচ্ছেন। সিসাকো সময়ের বুকে চড়ে দুনিয়ার সবচেয়ে ঘৃণিত এই মুহূর্তের সন্ত্রাসবাদকে চাবুক মারলেন। চলচ্চিত্রই বুঝি পারে এটা। আইএস দলের জঙ্গিপনার দর্শন, ইসলাম ধর্ম ও তার সঙ্গে এর বিচ্যুতি দারুণভাবে অঙ্কন করলেন সিসাকো। ইয়োরোপ আমেরিকার পক্ষ থেকে আরব দুনিয়ার উপর অর্থনৈতিক অবরোধ আর ইসলামী সন্ত্রাসবাদের প্রত্যুত্তরকে অনেকে বলেন এ সময়ের ক্রুসেড। ভারতবর্ষ বা তুরস্কের মতো দেশগুলিতে সরাসরি শাসনক্ষমতায় ধর্ম নিয়ন্ত্রিত দলগুলি। গোটা বিশ্বের কাছে এ এক মহা সমস্যা। এর মাঝঝে এই ছবিটির প্রয়োজন ছিলই।

গত ২০১৪-র ডিসেম্বরে আন্তর্জাতিক মুক্তি পায় ছিবিটি, তার আগগের মে মাসে ছবিটি দেখানো হয় কান চলচ্চিত্র উৎসবে। আক্ষরিক অর্থে এই ছবিটি চলচ্চিত্রের আকাশে এক নতুন তারার জন্ম দিল, আব্দুর রহমান সিসাকো।